০৫-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুঃখের ঘাটে বসে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও, এখানে তোমাদের বুদ্ধি ঘুরে বেড়ানো উচিত নয় ।"

প্রশ্ন :- তোমাদের পুরুষার্থের আধার কি ?

উত্তর :- নিশ্চয়তা । তোমরা নিশ্চিত যে -- বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার উপহার নিয়ে এসেছে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । এই নিশ্চয়তায় তোমরা পুরুষার্থ করো । যদি নিশ্চয়তা না থাকে তোমরা নিজেদের পাল্টাতে পারবে না । এর পরে খবরের কাগজের মাধ্যমে তোমাদের এই খবর সবাই জানতে পারবে, চারিদিকে আওয়াজ উঠবে । তোমাদের নিশ্চয়তাও পাকা হতে থাকবে ।

ওম শান্তি । টাওয়ার অফ সাইলেন্স আর টাওয়ার অফ সুখ । তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে আছো, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি ঘরের প্রতি থাকা চাই । সেই ঘর হলো শান্তির টাওয়ার । উঁচুর থেকে উঁচুকে টাওয়ার বলা হয় । তোমরা হলে সেই শান্তির টাওয়ার । ঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । ঘরে তোমরা কিভাবে যাও ? টাওয়ারে থাকেন বাবা, তিনি শিক্ষা দেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই শান্তির টাওয়ারে আসতে পারবে । তাকে ঘরও বলা হয় আবার শান্তিধামও বলা হয় । এই কথাই বোঝানো হয় । নিজেদের শান্তিধাম আর সুখধামের স্মরণে থাকো । যদি তা থাকতে না পারো তাহলেমনে করতে হবে যে তোমরা হলে জঙ্গলের কাঁটা, তাই দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকো । নিজেদের শান্তিধামের অধিবাসী মনে করো । নিজের ঘরকে তো মনে করতেই হবে । ভুলে যাওয়া যাবে না । সেই ঘর হলো বাবার ঘর । আর এ হলো দুঃখের ঘাট । এখানে বসেও যাদের বাইরের জগতের কথা স্মরণে আসে, তাহলে এমন বলা হবে না যে এদের নিজের ঘরের কথা স্মরণে আছে, তাই বাবা রোজ শিক্ষা দেন -- প্রতি মুহূর্তে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । গীতাতেও বাবার মহাবাক্য হলো ...আমাকে স্মরণ করো ।ভগবান তোমাদের কি করবেন ? তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন আর কি ! যখন তোমরা স্বর্গের মালিক হতে বসেছো, তখন তোমাদের ঘরে যাবার জন্য এবং স্বর্গের জন্য বাবা যা শ্রীমত দেন -- সেই শ্রীমতেই সম্পূর্ণ চলতে হবে । দুনিয়াতে তো অনেক গুরুই আছে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, কোনো ধর্মস্থাপককেই গুরু বলা যাবে না । তাঁরা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করার জন্যই আসেন । ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে থোড়াই আসেন । গুরু অর্থাৎ যিনি নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থে ফিরিয়ে নিয়ে যান । কিন্তু একজন গুরুও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না । একজনও নির্বাণধামে যান না । তা হলো বাণীর ঊর্ধে অর্থাৎ ঘর । বাণপ্রস্থের অর্থ না গুরুরা জানে, না তাদের অনুসরণকারীরা জানে । তাই বাচ্চাদের কত করে বোঝানো হয় । এই চিত্র হলো সত্যযুগের আর ওই চিত্র হলো ত্রেতাযুগের । তাঁদের ভগবান বলা যাবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ভগবান - ভগবতী বলা হয় না । আদি সনাতন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম । দেবী - দেবতা ছাড়া কেউই স্থায়ীভাবে পবিত্র হয় না । একটিমাত্র ধর্মই কেবল ২১ জন্ম পবিত্র থাকে । এরপর ধীরে ধীরে এই অবস্থা কম হতে থাকে । ত্রেতায় দুই কলা কম হয়ে যায় তাই সুখও কম হয়ে যায় । তাকে বলা হয় ত্রেতা যুগ ১৪ কলার । এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো আর সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান পেয়েছো । তাকেই তোমরা স্মরণ করতে থাকো, কিন্তু কারোর বুদ্ধি কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়, তারা স্মরণই করে না । আচ্ছা, আর

কিছু যদি বুঝতে না পারো তাহলে আস্তিক হয়ে বাবাকে তো বুদ্ধিতে রাখো । বাবা আর এই রচনার আদি – মধ্য এবং অন্তকে তো তোমরা জানো, তাই না ? ওই ঝাড়ের আদি – মধ্য এবং অন্ত বলা হবে না । এই ঝাড়ের আদি – মধ্য এবং অন্ত আছে কেননা মধ্যে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায় । কাঁটায় পরিণত হতে শুরু হয় । বাগান , জঙ্গল হতেও শুরু করে । এই সময় সমস্ত ঝাড়ের জর্জরিভূত অবস্থা । সমস্ত ঝাড় শুকিয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সমস্ত ঝাড়ই শুকনো, তাই কলম লাগাতে হয় । এর কলম লাগে, কলম না লাগলে তো প্রলয় হয়ে যাবে । প্রলয় অর্থাৎ সমস্তকিছু জলমগ্ন হয় না । ভারত থেকে যায় -- কিন্তু জলমগ্ন হয়ে যাবে, এমন কথা তো আছে ।

মিষ্টি – মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, চারিদিকই জলমগ্ন হয়ে যায় । কেবলমাত্র ভারতই থাকে । যেমন বান আসে আবার চলেও যায় । মানুষ বলে বি . কে রা সারাদিন মৃত্যু আর মৃত্যুই বলতে থাকে । ব্যস, মৃত্যু তো আসবেই । তাই মানুষ ভাবে যে, এরা তো অশুভ কথা বলে । বলো যে তা নয় । আমরা থোড়াই বিনাশের কথা বলি । আমরা তো বলি – পবিত্রতা, সুখ , শান্তির ধর্ম স্থাপন হচ্ছে । বিনাশ না হলে শান্তি কিভাবে আসবে – গুপ্ত রূপে শান্তিধাম, সুখধামের স্থাপনা হয়ে চলেছে । এ তো আমরা শুভ কথা বলি । তোমরাও বলো না – হে পতিত – পাবন এসো, আমাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে চলো । তোমরা নিজেরাই বলো যে আমাদের নিয়ে চলো । আমরাও শুভ বলি আর তোমরাও শুভ বলো । তোমরা বলো যে আমাদের পবিত্র বানিয়ে এই দুঃখধামের দুনিয়া থেকে শান্তিধামে নিয়ে চলো । এ তো শুভ কথাই হলো, তাই না । তোমরা বলো এসো, মানে পতিতদের বিনাশ করো, পবিত্রতার স্থাপনা করো । মানুষ চায় যে, তুমি এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করো, শান্তি তো সত্য যুগেই হয়ে থাকে । সে তো গুপ্ত বেশে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে । যতক্ষণ না অর্থ বোঝাবে ততক্ষণ বুঝতে পারে না । বাবা ছাড়া এই মৃত্যু তো কেউই দিতে পারে না । বাবাকে কালের কাল বলা হয় তিনি সবাইকে মৃত্যু দান করেন । কত মানুষের তিনি মৃত্যু দেন । সত্যযুগে কত অল্প মানুষ থাকবে । বাকি সকলেই মৃত্যুকে লাভ করবে । তারা ডাকতে থাকে যে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চল । তাই পবিত্র দুনিয়া অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে । সেখানে খুব অল্প মানুষই থাকবে । পুরানো দুনিয়ার অর্থও মানুষ বোঝে না । পবিত্র দুনিয়ায় খুব অল্প মানুষ থাকবে । সেখানে শান্তি থাকে । এই কথা বুঝতে এবং বোঝাতে কতই সহজ । কিন্তু বুদ্ধিতে তা বসে না কারণ সময়ই নেই বুদ্ধিতে রাখার । এই কথা বলা হয় যে .... কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমিয়ে আছে । এরা জাগেই না । এই নাটক বড়ই বিচিত্র । তাই এই সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত । বাবা এসেই সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন । তাঁকেই বলা হয় নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের সাগর হলেন এক বাবাই । তোমরা জানো যে জলের সাগর তো কতই আছে । যতগুলো নাম আছে ততগুলো সাগর আছে বা সাগর একটাই , আলাদা আলাদা ভাগ করে নাম রাখা হয়েছে । বাইরে সাগর তো একটাই । ভাস্কোদাগামাও সাগর পরিক্রমা করে একই জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন। তাহলে সাগর তো একটাই । মাঝে মাঝে টুকরো করে আলাদা করা হয়েছে । সম্পূর্ণ ধরণীও একই । কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে আছে । তোমাদের যখন রাজত্ব শুরু হয় তখন ধরণীও এক থাকে । রাজ্যও একই হয়, টুকরো টুকরো হয় না । বাবা এসেই তোমাদের রাজ্য দেন । সম্পূর্ণ সাগর, ধরণী এবং আকাশে তোমাদের রাজত্ব থাকে । মুক্তিতে তো সবাই যাবে কিন্তু জীবনমুক্তিতে যাওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয় । মুক্তিতে যাওয়া তো সাধারণ ব্যাপার, সবাই সেখানে ফিরে যাবে । যেখান থেকে এসেছে সেখানে তো অবশ্যই যাবে । বাকি নতুন দুনিয়াতে সব মানুষ থোড়াই আসবে । সে হলো তোমাদের রাজ্য । কেউ কেউ তো এতো দেরীতে আসে যে পুরানো দুনিয়া শুরু হওয়ার কিছু আগে মানে দু – চারশো বছর আগে আসে । সে তাহলে কি হলো ? যারা ভালোভাবে পড়ে না তারা

ত্রেতাতেও পিছনের দিকে কিছু সময় থাকবে । ১৬ কলা তো কখনোই হতে পারবে না । তারা ১৪ কলারও পিছনের দিকে আসবে । তাদের সামনে দুঃখের দুনিয়া নজর আসবে । তারা কাঁটার দুনিয়ার কাছাকাছি এসে যাবে, সেখানে তারা কিছুই জানতে পারবে না । সমস্ত জ্ঞানই এখনকার জন্য, যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হয় । এখন দেখো, মানুষের কাছে কত অর্থ আছে । কত বড় বড় প্রাসাদ তৈরী হয় । এখন কত তলা বড় বাড়ি তৈরী হয়, মানুষ মনে করে সত্যযুগের থেকেও ভারত এখন উঁচু । এখনই ১৮ – ২০ তলা বাড়ি বানানো হয়, তাহলে শেষে কত বড় বাড়ি বানানো হবে । দিন – প্রতিদিন তারা এইসব বাড়ি অনেক অনেক বড় তৈরী করছে । সত্যযুগ বা ত্রেতাতে এতো বড় বাড়ি তৈরী হয় না । দ্বাপরেও হয় না । এ তো কলিযুগে যখন অনেক মানুষ হয়, তখন ২ তলা থেকে ১০ তলা বাড়ি বানাতে থাকে, কেননা মানুষ বাড়তে থাকে, তখন তারা কোথায় যাবে, কাজ – কারবার তো অনেকই আছে । তাই শোভার জন্য অনেক বড় বড় বাড়ি বানানো হয় । তারা তখন জঙ্গলকে মঙ্গল অর্থাৎ আরামের জায়গায় পরিণত করে । জমি কিনে কত বড় বড় বাড়ি বানানো হয় । বোম্বে প্রথমে কি ছিলো, এই ৮০ – ৯০ বছরে দেখো কেমন হয়ে গেছে । আগে কত কম মানুষ ছিল, এখন দেখো কত মানুষ বেড়ে গেছে । সমুদ্রকেও তারা শুকিয়ে ফেলেছে । এখনো দেখো, সমুদ্রকে কত শুকিয়ে ফেলেছে । জল যেন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে । এতো মানুষ বৃদ্ধি পেলে জল কোথা থেকে পাওয়া যাবে । জল কম হয়ে যাচ্ছে তাই সমুদ্রও শুকিয়ে যাচ্ছে । অল্প জমি পেলেই বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে এরপর জল বেড়ে গেলে করাচি বা বোম্বের অনেক অংশ জলের তলায় চলে যাবে ।

তোমরা জানো যে আর সমস্ত খণ্ডই শেষ হয়ে যাবে, বিপর্যয় আসবে, তাই বাবা বলছেন, খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হতে থাকো । যেমন শ্মশানে যখন আগুনে পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়, তখনই সবাই ফিরে আসে । বাবাও বিনাশের জন্যই এসেছেন, তাই অর্ধেক অবস্থায় তিনি খোড়াই যাবেন । আগুন লেগে যখন সব শেষ হয়ে যাবে, তখনই চলে যাবেন, তখন আর বসে থেকে কি করবেন ? আগুন নিভতে পারবে না, সবাই চলে যাবে । সবাইকে তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন, এ তো অবশ্যই হবে । মানুষ সবই বোঝে কিন্তু সময় সম্বন্ধে খুব বড় মিথ্যা বলে দিয়েছে । বাচ্চাদের গীতার ওপরেই বোঝাতে হবে । গীতা এপিসোড আছে না ....যার দ্বারা দেবী – দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । সেখানে একটাই ধর্ম থাকবে, বাকি সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । একমাত্র গীতাই যা ভগবান গেয়েছেন । মানুষ ভক্তিমার্গের জন্য শাস্ত্র বানিয়েছে । এমন এমন পয়েন্টস ধারণ করে তারপর শোনাতে হবে । তোমরা বলো .....বাবা, ভুলে যাই, ধারণা হয় না । বাবা বলেন, তাহলে আর কি করা যাবে ! রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এখানে তো নম্বরের ক্রমানুসারে সবাইকে চাই বাবার যদি সকলকে কৃপা করার শক্তি থাকতো, তাহলে বাবা সবাইকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিতেন কিন্তু তা হয় না । এ তো নম্বর অনুসারেই হবে । এ যে কোনো কেউই বুঝতে পারে যে ভগবান এসেছে । ভগবান নিশ্চই স্বর্গের উপহার নিয়ে আসবে । নতুন দুনিয়া যদি স্থাপন করতে আসেন তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসবেন এই নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য । তোমরা শোনো এবং নিশ্চয়তার সাথে পুরুষার্থ করো, যার নিশ্চয়তা থাকবে না, সে কখনোই পাল্টাবে না । যতই মাথা ঠোকো না কেন । তাই বাবার এই অবতরণের খবর সবাইকে দিতে হবে । ম্যাসেজ (বার্তা) দিতে হবে । এরপরে খবরের কাগজেও তোমরা পড়তে পারবে । যেমন এই খবরের কাগজের মাধ্যমেই তোমাদের নাম বদনাম হয়েছিল, তেমনই এই কাগজের মাধ্যমেই তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । এই দুনিয়া তো অনেক বড় -- সব জায়গায় তো তোমরা বাচ্চারা যেতে পারো না । কত শহর, কত আলাদা আলাদা ভাষা । এই খবরের কাগজের দ্বারাই সব জায়গায় আওয়াজ পৌঁছে যায় । যে কেউ আসলেই বলবে ...হ্যাঁ, কাগজের

মাধ্যমে আমরা শুনেছি । তাই তোমাদের নামও এই কাগজের দ্বারাই হবে । এমন ভেবো না যে তোমাদের সবদিকে যেতে হবে । তাহলে তো কত সময় লেগে যাবে । কাগজের মাধ্যমেই তোমরা সঠিক জানতে পারবে । তোমরা বলেও থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ কেটে যাবে । খবরের কাগজে তো পড়তেই পারবে । এখন তোমাদের নাম হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকবে । যেমন আগের কল্পে সবাই জানতে পেরেছিলো তেমনই সময় অনুযায়ী সবাই জানতে পারবে । সবাই এই ম্যাসেজ পাবে । যুক্তি তো চলছেই । অনেক খবরের কাগজের মালিক এই খবর ছাপবে । কারোর বুদ্ধিতে বসবে এবং এই কথা ছেপে দেবে । সব ধর্মের লোকেরা জানতে পারবে, তখনই তো বলবে .....আহা ! প্রভু তোমার লীলা । পরের দিকে বাবার কথা সবারই মনে আসবে কিন্তু তখন কিছুই করতে পারবে না । এ তো এক খেলা । এই খেলাকে সবাই জানতে পারবে । ৮৪ চক্রের খেলা সব কাগজে বেরিয়ে পড়বে । যেখানেই যাও কাগজ অবশ্যই বেরোবে । এই কাগজের মাধ্যমেই তো সবাই জানতে পারে, তাই না । তোমাদের কথা তো সবথেকে উঁচু । নাটকের নিয়ম অনুসারে বিনাশের সময় তো অবশ্যই আসবে । যেমন আগের কল্পেও সবাই জানতে পেরেছিলো, এবারও সবাই জানতে পারবে । স্থাপনা তো ধীরে ধীরেই হয়, তাই না । সঙ্গম যুগের কথা মনে পড়লে স্বর্গের কথাও মনে পড়বে । স্বর্গকে স্মরণ করো, আর 'মনমনাভব', বাবাকেও যদি স্মরণ করো, তাহলেই বেড়া পার হয়ে যাবে । যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে, শান্তি কোথা থেকে আসবে । বিনাশের নামই হলো কড়া । মানুষ শুনে খুব ভয় পায় । এ তো ঠিক কথা, তাই না । পতিত দুনিয়াতে অনেক দুঃখ আর পবিত্র দুনিয়াতে অনেক সুখ । বাবা দেখো, কেমন উপহার নিয়ে এসেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পড়া খুব ভালোভাবে পড়ে উঁচু পদ পেতে হবে । বিপর্যয় আসার আগে নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হতে হবে ।

২) নিজেকে শুধরানোর জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে । বাণীর ঊর্ধে বাণপ্রস্থে যেতে হবে তাই এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- নলেজফুল হয়ে সমস্ত কর্মের পরিণামকে জেনে, সেই অনুযায়ী কর্ম করে মাস্টার ত্রিকালদর্শী হও ।

ত্রিকালদর্শী বাচ্চারা সমস্ত কর্মের পরিণামকে জেনে কর্ম করে । তারা কখনোই এমন বলবে না যে হওয়া তো উচিত ছিলো না কিন্তু হয়ে গেলো, বলা উচিত ছিলো না কিন্তু বলে ফেললাম । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে কর্মের পরিণামকে জেনে সরলতার সঙ্গে কর্ম করো । এই বিষয়ে ত্রিকালদর্শী হয়ে সব কথা শোনো আর বলো, তখনই বলা হবে সেট বা মহান আত্মা ।

স্লোগান :- একজন আর একজনকে অনুকরণ করার পরিবর্তে বাবাকে অনুকরণ করো তাহলেই শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে পারবে ।